২৫-১০-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে আধ্যাত্মিক উপার্জনের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। মাথার ওপরে অনেক বিকর্মের বোঝা রয়েছে, তাই সময় অপচয় কোরো না।"

প্রশ্ন:- যেসব বাচ্চাদের আধ্যাত্মিক উপার্জনের প্রতি মনযোগ থাকবে তাদের লক্ষণ কেমন হবে?

উত্তর:- সে কখনো পরনিন্দা পরচর্চা করে নিজের সময় নষ্ট করবে না। শরীর নির্বাহ করার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক উপার্জনের জন্যেও সময় দেবে। ভোরবেলা উঠে খুব ভালোবাসার সহিত বাবাকে স্মরণ করবে। স্মরণের দ্বারা আত্মা উড়তে থাকবে। ২) সে বাবার মতো দয়ালু হয়ে নিজের ওপর এবং সকলের ওপর দয়া করবে। সবাইকে বাবার পরিচয় দেবে।

গীত:- তুমিই হলে মাতা, তুমিই হলে পিতা...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এই গানে মাতা-পিতার মহিমা শুনল। যেমন ঘরে বাচ্চাদের মা, বাবা এবং ঠাকুরদাদা থাকে। বাবার দ্বারা ঠাকুরদাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। কারণ ঠাকুরদাদার সম্পত্তির ওপর বড়দের অগ্রাধিকার থাকে। ইনিও (ব্রহ্মাবাবা) তো সবথেকে বড়। দুনিয়ার মানুষ জানেই না। কিন্তু বাচ্চারা জানে। তাই 'তুমিই হলে মাতা, তুমিই হলে পিতা' - এই কথাগুলো ঠাকুরদাদার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই তাঁর পরিচয় দিতে হবে। সামনা-সামনি হোক কিংবা ছবি অথবা প্রজেক্টারের দ্বারা - ঠাকুরদাদার পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। লৌকিক ঠাকুরদাদা তো সাকারী হয়। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে প্রথমে কার স্মরণ আসে? ঠাকুরদাদার। প্রজেক্টারের দ্বারাও বোঝাতে পার। ওতেও তো পরপর ছবি দেখানো হয়। প্রথমে পরমপিতা পরমাত্মার সম্বন্ধে বোঝাতে হবে। তাহলে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ? এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথেই বা কি সম্বন্ধ? আগে শিববাবার ছবি দেখাতে হবে। তারপরে সেইসব লেখাগুলো বোঝাতে হবে যেগুলো প্রদর্শনীতে বোঝানো হয় কিংবা ম্যাগাজিনেও ছাপা হয়। অতএব আগে পরিচয় দিতে হবে। গীতাতে লেখা আছে 'ভগবানুবাচ'। তাই সবার আগে ভগবানের পরিচয় দিতে হবে। তোমাদের সবার বুদ্ধি ওপরে চলে গেছে। পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার শিববাবা হলেন সবথেকে উঁচু। তাঁর পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর। তোমরা যখন এখানে আসো তখন দেখ যে এটা একটা ঘরের মতো যেখানে মা-বাবা আর ঠাকুরদাদা রয়েছেন। ওটা হল সীমিত আর এটা হল অসীম। ছবির ওপরে যেন সবকিছু লেখা থাকে। তফাতটা বুঝিয়ে বলতে হবে – অনেকেই হঠযোগ শেখায় কিন্তু কেবল পরমাত্মা-ই রাজযোগ শেখান যার দ্বারা মুক্তি এবং জীবনমুক্তি পাওয়া যাচ্ছে। এখানে কেবল নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিব ভগবানুবাচ-ই মেনে চলা হয়। যেমন বাচ্চাদের বুদ্ধিতে লৌকিক মা-বাবা এবং ঠাকুরদাদার স্মরণ আসে। তোমাদের বুদ্ধিতেও হুবুহু সেইরকম হয়। শুধু ইনি হলেন পারলৌকিক আর সে লৌকিক। তোমাদের নিশ্চয় আছে যে ইনি হলেন শিববাবা। যেহেতু তিনি আমাদের বাবা, তাই তাঁকে স্মরণ করা উচিত। কিন্তু বাচ্চারা ভুলে যায়। প্রচুর সময় নষ্ট করে। মাথার ওপরে অনেক বিকর্মের বোঝা রয়েছে। তাই সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আত্মার মধ্যে খাদ পড়ে গেছে। লিখতে হবে - পরমাত্মা কে? বারবার পরমাত্মার ছবি এবং শ্রীকৃষ্ণের ছবি নিয়ে বোঝাতে হবে। যে ছবিতে স্বর্গ এবং নরকের গোলা দেখানো আছে সেটাই হল মুখ্য ছবি। নরকের গোলার ওপর লিখে দাও যে এটা হল রাবণ রাজ্য, ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া আর স্বর্গের গোলার ওপর লেখো যে এটা হল

শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া। তার সাথে টাইমও লিখতে হবে - কত সময় স্বর্গ থাকে এবং কত সময় নরক থাকে। উত্তরণ কলা এবং অবতরণ কলার চিত্রও আছে। অবতরণ কলার ক্ষেত্রে ৫ হাজার বছর এবং উত্তরণ কলার ক্ষেত্রে এক সেকেন্ড সময় লাগে। তাই এটা হল জাম্প (লাফ) দেওয়া। বোঝানোর জন্য এগুলোই হল মুখ্য বিষয়। তারপর বিরাট রূপের চিত্রও রয়েছে যেখানে ব্রাহ্মণকুল অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়কে দেখানো হয়েছে। ব্রহ্মার মুখের দ্বারা রচিত তোমাদের এই ব্রাহ্মণকুল হল মুখ্য এবং সর্বোত্তম। তাই সবাইকে বোঝানোর জন্য এই ছবিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে বিভিন্ন ধর্মের শাখা-প্রশাখা রয়েছে যেটা খুবই ভাল বিষয়। বাচ্চাদেরকে স্ব-দর্শন চক্রধারী হতে হবে। তাই চক্রের জ্ঞানও দিতে হবে যে কিভাবে চক্র আবর্তিত হয়, কিরূপে এতে ব্রহ্মা এবং সরস্বতীর হিরো-হিরোইনের ভূমিকা রয়েছে। অতএব গোলার (সৃষ্টিচক্র) ছবিটাও বড় হতে হবে। খুব বেশি হলে এক থেকে দেড় ঘন্টা প্রোজেক্টার দেখাতে হবে। কারণ মানুষ এইসব বিষয়ে দ্রুত ক্লান্ত হয়ে যায়। এটা কোনো গল্প নয় - কেবল জ্ঞানের কথা। আগের তাদেরকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে হবে, তবেই ভেতরে আসতে পারবে। এটা দেখানোর জন্য টিকিটের বন্দোবস্তও করতে হবে। পয়সা দিয়ে টিকিট কিনতে হবে না কিন্তু এন্ট্রি-পাস (প্রবেশ পত্র) থাকতে হবে। বড় বড় ব্যক্তিদেরকে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করতে হবে কারণ তাদেরকে দিয়ে মতামত লিখিয়ে নিতে হবে। অনেক ভিড়ের মধ্যে কিভাবে লেখাবে আর কিভাবে দেখাবে। কারণ তাদেরকে বোঝাতেও হবে। তাই আগে বড় বড় ব্যক্তিদেরকে ডেকে লিখিয়ে নিতে হবে। তারপর সর্বসাধারণের জন্য খুলে দিতে হবে। প্রদর্শনী এবং প্রোজেক্টার উভয় ক্ষেত্রেই এইরকম ব্যবস্থা রাখতে হবে। ম্যাগাজিনেও এইরকম ভালো ভালো ছবি এবং তার সাথে লেখা ছাপিয়ে কাউকে উপহার হিসেবে দিয়ে দাও। হঠযোগ এবং রাজযোগের পার্থক্যও ভালো ভাবে লিখতে হবে। হঠযোগও এক প্রকারের হিংসা। কারণ ওতে শরীরকে কষ্ট দেয়। তোমাদের এই অহিংসক যোগ খুবই সোজা। চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করতে থাক। হিংসা এবং অহিংসা আসলে কি সেটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে। কেউ কেউ শরীর ভালো রাখার জন্য নানা রকম ক্রিয়াদি করে। কিন্তু ওরা কেউ পরমাত্মাকে পায় না। হঠযোগকেও যোগ বলে দিয়েছে। অনেক যোগাশ্রমও রয়েছে। এটা হল সহজ রাজযোগ। ঈশ্বরের দ্বারা শেখানো যোগ। তাই এটা খুব ভালো ভাবে বোঝাতে হবে। যার বুদ্ধি সারাদিন পরনিন্দা-পরচর্চায় ব্যস্ত থাকবে সে কি কাউকে বোঝাতে পারবে? যার বুদ্ধিতে সার্ভিস করার ইচ্ছা থাকবে সে করবে। ৮ ঘন্টা ব্যবসা করার পর এই উপার্জনটাও করতে হবে। ওটা হল শারীরিক উপার্জন আর এটা হল আধ্যাত্মিক উপার্জন। তাই এই উপার্জনেও খুব মনোযোগ দিতে হবে। যোগযুক্ত থাকার প্রচুর অভ্যাস করতে হবে। ভোরবেলা উঠে বাবাকে অতি ভালোবাসার সহিত স্মরণ করতে হবে। যাদেরকে বাবা এক-দুই নম্বরে রাখেন, তারাও স্মরণ করে না। বক্তৃতা তো খুব ভালো দেয়, কিন্তু বাবার স্মরণে থাকে না। স্মরণের দ্বারা-ই আত্মা উড়বে, জ্ঞানের দ্বারা তো উড়বে না। স্মরণের দ্বারা-ই সাক্ষাৎকার হয়। এতে জ্ঞানের কোনো ভূমিকা নেই। সাক্ষাৎকার তো সামান্য পাই-পয়সার ব্যাপার। কোনো কোনো বাচ্চার তো খুব দ্রুত কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। অনেক বাচ্চা বাবাকে লেখে - বাবা, আমি তোমাকে চিনেছি। সে ধ্যানে বসে ব্রহ্মাকেও দেখতে পায় এবং প্রেরণাও পায়। তখন তার নিশ্চয় হয়ে যায়। যে কখনো বাবাকে দেখেই নি, সেও লেখে যে আমি বাবাকে প্রচুর স্মরণ করি। আমি তোমার থেকে উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়ব। তুমি তো জানো যে আমি তোমাকে কত স্মরণ করি। এক্ষেত্রে শিববাবার কথা-ই স্মরণে আসে। বন্ধনে আবদ্ধ বাচ্চারাও অনেক স্মরণ করে। যারা সামনে আছে তারাও অতটা স্মরণ করে না। অতএব স্মরণ করা হল একটা বিষয়। গান্ধীজি আবার বলতেন যে রামরাজ্য হোক। এখন তো রাবণ রাজ্য। এই বিষয়ের ওপর তোমরা বোঝাতে পার। পরমাত্মার

দ্বারা-ই উত্তরণ কলা হওয়া সম্ভব। বাকিরা সবাই তো একে অন্যকে নীচে নামাতে থাকে। দেবতারাও নীচে নামতে থাকে। হয়তো সুখেই থাকে, কিন্তু কলা তো কম হতে থাকে। উকুনের মতো ক্রমশ নীচে নামতে থাকে। কারণ এই ড্রামাও উকুনের মতো ক্রমাগত চলতেই থাকে। অতএব কেবল একজনের দ্বারা-ই উত্তরণ কলা হয়। বোঝানোর জন্য প্রোজেক্টার খুবই ভালো উপায়। সেন্টারও ক্রমশ বাড়তে থাকবে। বাবা বলেন, প্রত্যেকটা ভাষায় স্লাইড বানাও। কিন্তু কাজ করার মতো একজনও নেই। বাবা তো যুক্তি বলে দেন। কিন্তু কাজ করার মতো কেউ থাকলে সেবা অনেক বৃদ্ধি পাবে। বাচ্চাদেরকে নিজের ভাই বোনের ওপর দয়া করতে হবে। বাবা তো দয়ালু, তাই না? আমার আগমন কেবল ভারতেই হয়। অন্য কোথাও আমার আগমন হয় না। ভারতেই শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানে না। যারা যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন পালন করে তারা তার কর্তব্যকে জানে। কিন্তু শিববাবার কর্তব্য কি সেটা কেউই জানে না। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। ভারত হল সবথেকে বড় তীর্থ। কিন্তু গীতার সাথে কৃষ্ণের নাম জুড়ে দেওয়ার ফলে ভারতের মতো এত বড় তীর্থের মহিমা চাপা পড়ে গেছে। দেখো, মহম্মদ গজনবী মন্দির লুঠ করেছিল। কিন্তু সে যদি জানত যে এটা আমাদের বাবার মন্দির তাহলে তো লুঠ করত না। যে আল্লাহ স্বর্গ স্থাপন করেন, তাঁর মন্দিরে কে লুঠ করবে? শিববাবাকে সঠিক ভাবে জানলে মন্দিরে কখনো হাত-ই লাগাবে না। হয়তো তারা শিবের সামনে মাথা ঠোকে, কিন্তু তাঁকে সঠিক ভাবে চিনলে কখনোই লুঠ করবে না। কেবল গীতাতে কৃষ্ণের নাম জুড়ে দেওয়ার জন্যই এতকিছু হয়েছে। গীতা খণ্ডিত হওয়ার জন্য কি অবস্থা হয়েছে দেখ। এতে শিববাবার নাম থাকা উচিত ছিল যে তিনিই হলেন গতি এবং সদগতির দাতা। এই মহিমা কেবল একজনের। তিনি না আসলে পবিত্র হবে কিকরে? ভারত স্বর্গ হবে কিভাবে?এইগুলো সব গুপ্ত কথা। বাচ্চারা জানে যে আমরা দুর্গতিতে ছিলাম। এখন এখানে বসে আছি অথচ যাত্রা করছি। এটা ভেবে বাচ্চাদের অনেক খুশি হওয়া উচিত যে আমরা নিজেদের জন্য রাজত্ব স্থাপন করছি। তাই অন্যদেরকেও রাস্তা দেখিয়ে প্রজা বানাতে হবে। অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এটা তো খুবই সহজ। কেবল বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। স্বর্গকে স্মরণ কর। এটা তো নরক। 'হম সো' (আমিই সেই) কথার অর্থও বাবা বুঝিয়েছেন – আমিই সেই দেবতা, আমিই সেই ক্ষত্রিয়... অন্য কেউ এইসব কথার অর্থ বোঝেনা। তাই বিরাট রূপের ছবিতে (কল্পবৃক্ষ) এটা বোঝাতে হবে যে আমরাই সেই দেবতা, ক্ষত্রিয়... ইত্যাদি হই। এখন আমরা স্বর্গে গেলাম কি গেলাম। অনেকেই প্রশ্ন করে – আর কতদিন সময় আছে? বাবা বলেন, তোমরা তো এখনো স্বর্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত-ই হওনি। ড্রামা তো তৈরি হয়েই রয়েছে। যত যত স্থাপনার কাজ এগোচ্ছে, তত বিনাশের অগ্নি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঝগড়া শুরু হচ্ছে। আগে এইরকম পার্টিশন (সীমারেখা) ছিল না। তোমরা জানো যে আগে একটাই দেবতা ধর্ম ছিল। একটা গান আছে – তোমাকে পেয়ে আমরা যোগবলের দ্বারা স্বর্গের রাজত্ব নিচ্ছি। বাহুবলের দ্বারা তো কেউ নিতে পারে না। ওদের কাছে বাহুবল আছে। রাশিয়া এবং আমেরিকা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলে সমস্ত রাজ্য নিতে পারবে। কিন্তু এইরকম হবে না। যখন দেবতাদের রাজ্য থাকে তখন খ্রিস্টান, বৌদ্ধরা থাকে না। এখন দেবতা ধর্মের স্থাপন হচ্ছে। ভারত ভূমি হল অবিনাশী। বাবাও তো এইখানেই আসেন, তাই না? ড্রামাতে এটাই আছে যে যোগবলের দ্বারা রাজত্ব পাওয়া যায়। ভারতের প্রাচীন যোগ সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু এই যোগ কে কিভাবে শিখিয়েছিল সেটা জানে না। কৃষ্ণ তো যোগ শেখায়নি। পরমপিতা পরমাত্মা-ই যোগ শেখাচ্ছেন। এটা এতই আশ্চর্যজনক কথা যে বুদ্ধি থেকে পিছলে যায়। কেউ কেউ তো জানা সত্ত্বেও ছেড়ে চলে যায়। তাই জন্যেই বাবা বলেন, বিবেচক যদি দেখতে চাও তাহলে এখানে দেখ... যারা বিবেচক তারা উত্তরাধিকার নেয়।

অবিবেচকরা ছেড়ে দেয়। স্বর্গের উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলে। মহান মূর্খ এবং মহান বিচক্ষণ দেখতে চাইলে এখানেই দেখ। ওরাও স্বর্গে যাবে কিন্তু প্রজা হবে। তোমরা জানো যে কিভাবে সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী প্রজা তৈরি হয়। এখানেই বাবার কোল প্রাপ্ত হয়। মূলবতনে তো কোলের প্রশ্নই নেই। সন্তানের জন্ম হলে তাকে গুরুর কোলে দেয়। ওরা মনে করে, গুরুর কোলে না গেলে দুর্গতি প্রাপ্ত হবে। ছোট বাচ্চারও গুরু করিয়ে দেয়। গুরুরাই বুঝিয়েছে যে গুরু ছাড়া গতি নেই। কে জানে কখন শরীর ছেড়ে দেবে। দুনিয়াতে তো জন্ম নিয়ে আবার গুরুর কাছে যায়। এখানে তিনজনেই কম্বাইন্ড রয়েছেন। এটা কোনো শাস্ত্রতে লেখা নেই যে বাবা, শিক্ষক এবং গুরুর কোল অভিন্ন। বাবা প্রশ্ন করেন, শিববাবার কি বাবা আছে? তোমরা বলো, হ্যাঁ। (যখন আমরা শিববাবাকে নিজের সন্তান বানাই) আচ্ছা, শিববাবার কি টিচার এবং গুরু আছে? না। কেবল তাঁর মা-বাবা আছে। এটা হল গুহ্য হিসাব। বাবা বাচ্চাদের কাছে এবং বাচ্চারা বাবার কাছে সব সমর্পণ করে দেয়। লৌকিকে বাচ্চারা বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয় না। কেবল বাবা সমর্পিত হয়। তাই এটা হল বোঝার বিষয় যে বরাবর পরমাত্মা বাবা-ই হলেন বাবা, টিচার এবং সদগুরু। তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) স্ব-দর্শন চক্রধারী হতে হবে। আমরা হলাম সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ বংশ, ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত – এই নেশাতে থাকতে হবে।

২) বাবার স্মরণের দ্বারা নিজের সময়কে সফল করতে হবে। রুহানি সেবাতে ব্যস্ত থাকতে হবে। বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে।

বরদান:- অকাল তখত্ (ভ্রূকুটির সিংহাসন) এবং হৃদয়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে স্বরাজ্যের নেশাতে স্থিত প্রকৃতিজিৎ এবং মায়াজিৎ হও।

অকাল তখত্-এ উপবিষ্ট আত্মা সর্বদা রুহানি নেশায় থাকে। যেমন নেশা না থাকলে রাজা রাজ্য চালাতে পারে না, সেইরকম আত্মা যদি স্বরাজ্যের নেশায় না থাকে তবে কর্মেন্দ্রিয়রূপী প্রজার ওপর রাজত্ব করতে পারে না। তাই ভ্রূকুটির সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে হৃদয়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হও এবং এই নেশাতে থাকলে কোনো বিঘ্ন বা সমস্যা তোমার সামনে আসতেই পারবে না। প্রকৃতি এবং মায়াও আর যুদ্ধ করতে পারবে না। তাই সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়ার অর্থ হল সহজে প্রকৃতিজিৎ এবং মায়াজিৎ হওয়া।

স্লোগান:- সংকল্পের সিদ্ধি (সফলতা) প্রাপ্ত করতে হলে আত্মিক শক্তির জ্বালানি ভরতে থাক।